# সুখের অসুখ

## যুথিকা বড়ুয়া

সন্দেহ করা একটা মানসিক রোগ! সাধারণতঃ ভুল-ভ্রান্তি থেকেই এ রোগের উৎপত্তি হয়! এ এমনিই রোগ, দৃঢ় বিশ্বাসে একবার যদি মনের গভীরে বাসা বাঁধে, তা'হলে কোনো মতেই তাকে শরীর থেকে মুক্ত করা যায়না। আর যদি একটি শান্তিপূর্ণ সুখী পরিবারে এই রোগটি দেখা দেয়, তা'হলে তো আর কথাই নেই, বিপদ অবশ্যম্ভাবী! ঠেকাবার সাধ্য কার! স্বাভাবিক কারণেই ফুলের মতো নাজুক দু'টি কোমল ও সবুজ মন প্রচন্ড আঘাতে মুমূর্ষ্য হয়ে পড়ে। দুর্বিসহ করে তোলে জীবনকে! পঙ্কিল হয়ে আসে বিশ্বাস আর ভালোবাসা! ভাটা পড়ে যায় প্রেমাসক্তির। শিথিল হয়ে আসে আবেগ এবং অনুভূতি শক্তি! কিন্তু তারপর!

শ্বাসতী অত্যন্ত মিশুকে মেয়ে! কথা বলে এক নিঃশ্বাসে। ঠিক খই ফোটার মতো! বয়সের তুলনায় একেবারেই ছেলেমানুষ! প্রচন্ড আবেগপ্রবণ ওর মন-মানসিকতা! প্রথম আলাপচারিতায় মানুষকে কনভিন্স করবার যেমন ওর অসাধারণ ক্ষমতা তেমনি অনায়াসে বন্ধুত্ব এবং হৃদ্যতাও গড়ে তুলতে পারে! দেখতে অসাধারণ সুন্দরী! লাবণ্যময় রূপ আর উপছে পড়া যৌবন নিয়ে এতোই সচেতন, শরীর চর্চাতেও খুব এ্যাক্সপার্ট! কিভাবে নিজেকে সবার চাইতে বেশী সুন্দরী দেখায়, আপ্-টুডেট্ হওয়া যায়, সেদিকেই চিন্তা ওর সারাক্ষণ!

সাধারণতঃ বৈবাহিক জীবনের শুরুতে প্রতিটি দম্পতীরই চলে হানিমুনের পর্ব! মধুচন্দ্রিমা! যখন স্বামীর চোখেরমণী ছিল শ্বাসতী। ছোট্ট নিঃর্ঝঞ্ঝাট সংসার ওর। অমলেন্দু আর্লি-মনিংএ অফিসে বেরিয়ে গেলে শুরু হয়ে যেতো রাজরানীর রাজত্ব! মুক্তবিহঙ্গের মতো চঞ্চল মনপাখীটা ওর ইচ্ছে মতন অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতো। কখনো শপিং-মলে নিত্যনতুন রং-বাহারি প্রসাধনের বাহানায়, কখনো বিউটিপার্লারে কিংবা সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক দ্রব্য-সামগ্রীর বাহানায় ঘর থেকে বেরিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্ক আর ডেনফোর্থের বাঙ্গালী পাড়ার মহিলামহলে সারাদূপুর মশগুল হয়ে আড্ডায় জমে থাকতো! দিনের শেষে পশ্চিমাকাশের প্রান্তরে ক্লান্ত সূর্য্য কখন যে অস্তাচলে ঢলে পড়তো, হোঁসই থাকতো না! ওদিকে কর্তব্যপরায়ণ স্বামী অমলেন্দুকে অফিসের কাজ সেড়ে ফিরতি পথে প্রিয়তমার মনপছন্দ ফাই-ফরমাইসও খাটতে হতো! আর তা না করেও উপায় ছিলনা! অমলেন্দু চাইতো না, পরপুরুষের গা-ঘেষাঘেষি করে বাসে ট্রেনে চড়ে প্রিয়তমা স্ত্রী শ্বাসতী চাকুরি করুক! সারাদিন ঘর-সংসার ছেড়ে বাইরে পড়ে থাকুক! হাটে-বাজারে ঘুরুক! এসব একেবারেই অপছন্দ অমলেন্দুর! সারাদিন পরিশ্রমের শেষে প্রিয়তমার প্রাণোৎচ্ছল হাসি আর হৃদয় নিংড়ানো অকৃত্রিম ভালোবাসায় এবং সেবা-যত্নে নিমজ্জিত অমলেন্দু কখনোই চাইতো না, বাইরের দূষীত হাওয়া শ্বাসতীর গায়ে লাগুক! ওর দুধসাদা গায়ের রং-এ কালি পড়ে যাক! ওর লাবণ্যময় সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাক! জীবনে শুধু একটাই কামনা অমলেন্দুর, শ্বাসতীকে খুশী করা! সুখে রাখা! ক্রমাগত প্রবাহমান আনন্দের সাগরে উদয়াস্থ ওকে ডুবিয়ে রাখা! শ্বাসতীর সুখই অমলেন্দুর সুখ! ওতেই

ওর আনন্দ! তৃপ্তি, মনের শান্তি! স্বামীত্বের সার্থকতা! একান্তে আদর করে সতী বলে ডাকতো! এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়! পৃথিবীতেই বিরল! অন্তরের এমনই টান ছিল, ঊষার প্রথম সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোর মতো প্রিয়তমা পত্নী সতীর মুক্তঝরা হাসিমুখ দর্শণ না করলে অমলেন্দুর যাত্রাই সফল হতো না!

একদিন ফিক্ করে হেসে ফ্যালে সতী। আঙ্গুলের কড় গুনে গুনে বলে,-'মশাই একবার নয়, দুবার নয়, সাত-সাতটা পাক দিয়েছি কি এমনি-ই! স্বোয়ামী, তোমার আমার জীবন বীণা একতারেই যে বাঁধা গো! বাজে একই সুরে! একই ছন্দে! আমায় ফাঁকি দিয়ে কখনো যেতেই পারো না তুমি!'

শুনে একগাল কৃতার্থ হাসি অমুলেন্দুর। আবেগাপ্লুত প্রেমস্পর্শে সতীর চিবুকটা দু'হাতে তুলে ধরে মুগ্ধ দৃষ্টিতে অপলকে চেয়ে থেকে বলে,-'ইয়ে হুই না বাত্! বিবি হো তো এ্যাসা! আমি জানতাম, মাই সুইট্ হার্ট, এই কথাটাই তুমি বলবে!'

বলেই সতীর কপালে আলতো চুম্বন করে হৃদয়াবেগে পেশীবহুল বক্ষপৃষ্ঠে সতীকে স্বজোরে বেঁধে নেয় ওর উষ্ণ প্রেমালিঙ্গনে!

আহাল্লাদে ফেটে পড়ে সতী! চোখমুখ থেকেও ঝরে পড়ে উচ্ছাস! আনন্দ ও আবেগের সংমিশ্রণে অব্যক্ত সুখানুভূতিতে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল ওর চোখদু'টো!

কিন্তু মানুষের জীবনবীণা একনাগারে একই লয়ে, একই সুরে কখনো বাজেনা! ছন্দপতন ঘটবেই! মানুষের জীবনটাই তো নদীর জোয়ার ভাটার মতো! আর এই অবিশ্রান্ত জীবন নদীর স্রোত কখন কোন্ মোহনার দিকে যে টেনে নিয়ে যায়, তা কেউই বলতে পারে না! যা ধারণাই ছিল না সতীর!

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর, ঘর আলোকিত করে নবজাত পুত্রসন্তান লালটুর আগমনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল ঠিকই কিন্তু একদিন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবেই ভেঙ্গে গেল ওদের সুকোমল হৃদয়ের অমূল্য খাজানা ভালোবাসার মৌচাক! ছন্দহীনতার কারণে জীবনবীণা বেজে উঠল বেসুরে! যা স্বপ্নেও কল্পনা করে নি সতী! কল্পনা করেনি, ওর সুসজ্জিত যৌবনো বাগানে পরম আকাঙ্খিত ভালোবাসার প্রথম ফুল ফোটাতে গিয়ে ওর কোমল এবং নাজুক বদনখানি দু'দিনের অনাদরে অবহেলায় এমনভাবে মূর্ছা যাবে! ভেঙ্গে পড়বে! নোনামাটির মতো ওর অপরূপ সৌন্দর্য্যের লাবণ্যতা একটু একটু করে ঝরে যাবে। এটা তো সংসারের ধর্ম! প্রকৃতির বিবর্তন রূপবৈচিত্র্যের মতো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানুষের চেহারার পরিবর্তনও অবধারিত! অনিবার্য! এবং এটাই অবহমানকালের চিরাচরিত রীতি! ভালোবাসার দুর্লভ ফসল পেতে হলে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়! শখ্-আহাল্লাদ বলিদান দিতে হয়! প্রয়োজনে নিজেদের সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাসিতা, শৌখিনতা, আরাম-আয়েশ সবই বির্সজন দিতে হয়!

কিন্তু সতীকে বোঝাবে কে! রাত পোহালেই কারণে অকারণে অপ্রাসঙ্গিকভাবেই শুরু হয়ে যেতো ওর মতবিরোধ, খোঁটাখুটি, তুমুল বাকযুদ্ধ! বিপাকে পড়ে যেতো অমলেন্দু! ভেবে কূল পেতো না, সতীর কি বোধশক্তি নেই! ও' এতোই অবুঝ! এতোই অনভিজ্ঞ! যতোই বোঝাবার চেষ্টা করতো, ঘটতো তার বিপরীত! শান্তিপ্রিয় মানুষ অমলেন্দু! গভীরভাবে তেমন গুরুত্বও দিতো না কখনো!

কিন্তু সতীর বিবর্তন রূপ এবং বিদ্বেষপরায়ণ মন-মানসিকতা দৃষ্টিগোচর হলেও ব্যস্ততার কারণে ওর ফুরসৎই হতো না সমাধান করবার। অথচ অফিসে একদন্ডও স্বস্তি পেতো না! মনই বসতো না ওর কাজে! প্রচন্ড ভাবিয়ে তুলতো ওকে।

একদিন মনস্থির করে, নাঃ, ফ্যায়সেলা একটা করতেই হবে! সতী চায় কি! কি পেলে ও' জীবনে সন্তুষ্ট! অহেতুক দোষারোপ করে, দোষী সাব্যস্ত করে, কিন্তু কেন? আপন সন্তানের পিতা হওয়া কি অপরাধ! আর এর জন্য কি একাই দায়ী ও!'

ক্ষোভে দুঃখে জর্জরিত অমলেন্দু বাড়ি ফিরে এসে কারো সঙ্গে কথাবার্তা না বলে চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসেছিল ব্যাল্‌কনিতে! বেচারা লালটু তো তো স্বরে 'বাব্বা, বাব্বা' বলে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তেই রাগটা এসে পড়ে ওর ওপর! বিব্রোত কন্ঠে অমলেন্দু বলল,-'আঃ বিরক্ত করিস নে লালু!' ওকে খপ্‌ করে ঝাপটে ধরে কোল থেকে নামিয়ে দেয় বলে, -'তোরা কি একটুও শান্তি দিবি নে আমায়! যা ঘরে!'

চৌদ্দমাসের অবোধশিশু লালটু। বাপের গর্জন শুনে ভয়েই কেঁদে ফেলল ভ্যাঁ করে! কেঁদে কেঁদেই মায়ের কাছে যাচ্ছিল। সতী ছিল রান্নাঘরে, কর্নগোচরই হয়নি ওর! পতীব্রতা স্ত্রীর মতো আজও অমলেন্দুকে দ্রুত চা-জল খাবার দিতে আসতেই লালটুর সঙ্গে বেকায়দায় ধাক্কা লেগে ট্রের গরম চায়ের কাপটা ছিটকে এসে পড়ল অমলেন্দুর গায়ের ওপর। একেই রাগে ফুলছিল! তন্মধ্যে ঘটল একটা অঘটন। মুহূর্ত্যেই ওর বুকের মাঝখানটায় পুড়ে লাল হয়ে ফোসকা জমে গেল। চটে গিয়ে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল অমেলন্দু! বলল,-'দূর হয়ে যাও তোমরা আমার চোখের সামনে থেকে! তোমাদের কাউরেই চাইনা! আমারে একটু একা থাকতে দাও!'

বলে সেই যে উত্তপ্ত মেজাজে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো, সে রাতে মুখই আর দর্শণ করলো না সতীর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সতী এতো ডাকাডাকি করল, 'পায়ে পড়ি' বলে এতো অনুনয় বিনয় করল, তবু দরজা খুলল না অমলেন্দু। ডিনার না করেই শুয়ে পড়লো বিছানায়।

কিন্তু কতক্ষণ! স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, অশান্তি, মনোমালিন্য সবই কচুপাতার জলের মতো! বেশীক্ষণ থাকে না! রাত পোহাতেই অমলেন্দুও সব ভুলে গেল। চেহারা একদম স্বাভাবিক ওর! মলিনতার লেশমাত্রও নেই কোথাও! যেন কিছুই ঘটেনি! পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই রুটিনমাফিক জীবন নদীর খেয়া যথারীতিই বাইতে লাগল! অফিস যেতে যেতে ফিস্‌ফিস্‌ করে সতীর কানে কানেও বলল, -'কি, রাগ কমছে! ঘুম হইছিল রাতে!'

অথচ সতী কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারলো না! অমলেন্দুর অপ্রীতিকর ভাষা, রূঢ় ব্যবহার, চোখ রাঙানো সবই গেঁথে রাখে মনের গভীরে! যার বেদনাময় অনুভূতির দংশনে অজানা এক আশঙ্খা ওকে প্রতিনিয়ত ধাওয়া করতে লাগল! মনে মনে ভাবে, অনেক বদলে গেছে অমলেন্দু! সংসারের প্রতি ওর কোনো আসক্তিই নেই! নিজের স্ত্রী-পুত্রের প্রতিও স্নেহ-ভালোবাসা নেই! কখনো উদাস, অন্যমনস্ক! কখনো নীরব গম্ভীর! বাস করে আপন জগতে! কি বলে বোঝাও যায় না! হঠাৎ এমন আমূল পরিবর্তন ওর কেন হ'ল!

নানা দুশ্চিন্তায় এবং বিরহের শোকে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল সতী! শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল ওর সারাশরীর! চোখমুখও একেবারে গর্তে ঢুকে গিয়েছিল! হাঁড়গুলি বেরিয়ে ওকে কঙ্কালের মতো দেখাচ্ছিল! তন্মধ্যে এলো বান্ধবী রেহানার ফোন কল্! বলল,-'কি রে, আছস কেমন তড়া? খবর সব ভালো তো! এ্যাই, আমাগো বিল্ডিং-এ  কি ভয়ঙ্কর একখান্ কান্ড ঘটছে শুনছস?'

উৎকন্ঠিত হয়ে সতী বলল, -'কোই না তো! কি হয়েছে রে!'

-'ঐ পরকীয়া ঘটনা! বুইড়্যা বেটা একখান্ কার লগে না কি ফষ্টিনষ্টি করছিল! শুইন্যা হ্যাড় বৌও না কি অশান্তি করছে খুব! ব্যস, ব্যাটায় ধরছে বৌডার গলা টিপ্পা...!'

রেহানার কথা শেষ না হতেই চাপা উত্তেজিত হয়ে সতী বলল, -'তারপর!'

-'তারপর আর কি! এক্কারে মাইর‍্যাই ফ্যালছে বৌরে! ধরছে পুলিশে! ব্যাটায় এহন কাঁন্দে! খাইব সারাজীবন বইয়া বইয়া মামার বাড়ির ভাত!'

শুনে রোমহর্ষক হয় সতীর। কথাই আর বের হয়না মুখ দিয়ে! ফিক্ করে হেসে ফেলল রেহানা। বলল, -'আরে এয়ার, কামাল হ্যায়! কাঁহা খো গই ভাই? তু তো জান হ্যায় তেরি পতীকি! ইতনি ডর গই তু?'

হ্যাঁ, রেহানার কথা শুনে সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল সতী! শুধু চেহারার পরিবর্তনই নয়, মুখের হাসিটাও একেবারেই বিলীন হয়ে গিয়েছিল ওর সেদিন থেকে! ভয়ে আতঙ্কে আষ্টে-পিষ্টে ঘিরে ধরল ওকে! নাওয়া-খাওয়া পর্যন্তও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওর!

ওদিকে কারন অনুসন্ধানে চিন্তিত হয়ে পড়ল অমলেন্দু! ভাবল, নিশ্চয়ই মারাত্তক কোনো রোগেই আক্রান্ত হয়েছে সতী!

পরদিন অফিস সেড়ে এসে অমলেন্দু বলল,-'চলো, শিগ্গীর চলো! ডাক্তার দেখাই আনি! তোমায় এমিডিয়েট্  একবার চেক্আপ করানো দরকার!'

শুনে অবাক দৃষ্টিতে তাকায় সতী! ভুরু কুঁচকে বলে, -'হঠাৎ ডাক্তারের কাছে কেন? কি মতলবে?'

-'মানে! কও কি গিন্নী? শরীলডার কি দশা হইছে, দেখতাছ না চোখে! তুমি কি এমন আছিলা! কি ব্যায়ারাম যে ঢুকাইলা, ভগবানই জানে!'

শুনে সাংঘাতিক চটে গেল সতী। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভ্রু উত্তোলন করে বলে, -'পাগল না কি! কিচ্ছু হয়নি আমার! হয়েছে তোমার! তুমি যাও ডাক্তার খানায়!'

বলে লালটুকে কোলে নিয়ে হনহন করে দ্রুত ঢুকে পড়ল ওর ঘরে। উদ্বিগ্ন হয়ে অমলেন্দু ধপাস করে বসে পড়ে সোফায়। -'মহা মুশকিল তো! ক্যাম্নে বোঝাই অড়ে! নিজের মঙ্গলও কি বুঝে না হে!'  স্বগতোক্তি করে উঠল অমলেন্দু।

এভাবেই কেটে গেল ক'টা দিন! জেদের বশে দুজনেই কথাবার্তা বন্ধ করে দিলো! ফলে অচীরেই কমে আসে হৃদয়াকর্ষণ! চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছানুভূতি! বাড়তে থাকে মানসিক দূরত্ব। অমলেন্দুও নির্ধারিত সময়ে বাড়ি ফিরতো না! প্রায় সারাদিনই বাইরে কাটাতো! আর ঠিক সেই মুহূর্ত্যেই অমলেন্দুকে অফিসের কাজে ক'দিনের জন্য যেতে হয় শহরের বাইরে।

শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে সতী। অন্তত নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে কটাদিন! ক'দিন যাবৎ ঠিকমত ঘুমই হচ্ছিল না ওর রাতে! জিনাই হারাম করে দিয়েছিল অমলেন্দু! দুদন্ডও শান্তি পাচ্ছিল না! দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল ওর!

কিন্তু ক'দিন! ফিরে এসে অমলেন্দু লক্ষ্য করল, ওর আগমনে সতী খুশি হয়নি! বিগত সাতটা দিন কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কোন আগ্রহই দেখাল না জানবার! কেমন পর পর ভাব! পরস্ত্রীর মতো চাল-চলন, কথাবার্তা! মুখের দিকে তাকিয়ে কথা পর্যন্ত বলছে না! কিন্তু কেন?

ভেবে অস্থির অমলেন্দু! ব্যাপারটা কি! অসুস্থতার বাহানা করে সতী শয়নকক্ষ পরিবর্তন করলো, অমলেন্দু মেনে নিলো! ব্রত চলছে বলল, তাও মেনে নিলো! কিন্তু তাইবা কতদিন চলবে! স্বামীর ন্যায্য অধিকার থেকে অমলেন্দুকে যে বঞ্চিত করবে, রোধ করবে সেই সাধ্যও তো বিন্দুমাত্র নেই সতীর! তা'হলে উপায়! অগত্যা অমলেন্দু অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লে সতীও ঘুমিয়ে পড়তো এক সময়।

একদিন লালটুকে ঘুম পাড়ানীর গান শোনাতে শোনাতে সতীর তন্দ্রা এসে গিয়েছিল চোখে! কখন যে অমলেন্দু পাশে এসে শুয়ে পড়েছিল, টেরই পায়নি! হঠাৎ ঘুমের ঘোরে অমলেন্দুর হাত গায়ের উপর এসে পড়তেই সতী চিৎকার করে ওঠে, -'ও মাগো মা, মেরে ফেলল গো, মেরে ফেলল!'

সতীর চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল অমলেন্দুর! নেশাগ্রস্থের মতো তন্দ্রাজড়ানো চোখে তাকিয়ে থাকে। স্বপ্ন না বাস্তব, ঠাহরই করতে পাচ্ছিল না! হঠাৎ চোখ পাকিয়ে দেখল, হাঁটুতে মুখ গুঁজে সতী এলোচুলে বসে আছে বিছানায়। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অবাক গলায় বলল, -'হ্যাঁগো, কিছু কইলা! না ঘুমায়া বইস্যা আছ ক্যান?'

তখনও ধুক্‌ধুক্ করে বুক কাঁপছিল সতীর। শুকনো গলায় ফ্যাস্ ফ্যাস্ শব্দে বলল,-'একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি! ভীষন ভয় করছে আমার!'

গম্ভীর হয়ে অমলেন্দু বলল,-'ভয়? কিসের ভয়? কি স্বপ্ন দ্যাখ্‌ছ? তুমি কাঁপতাছ ক্যান!' সতীর পিঠে মৃদু হস্থ সঞ্চালণ করে বলল, -'দূইর বোকা, স্বপ্ন দেইখ্যা এত্ত ভয় পাওনের কি আছে! স্বপ্ন তো স্বপ্নই! সত্যি হয় কখনো! পাশেই তো আছি আমি! ঘুমায় পড়!'

কিছুক্ষন থেমে সতী বলল, -'এবার যদি গলা টিপে ধরে!'

ধমক দিয়ে উঠল অমলেন্দু,-'তুমি জাইগ্যা জাইগ্যা স্বপ্ন দ্যাখো না কি! ধরব কেডায় শুনি? যত্তসব আজগুবি কথা! ঘুমাও তো! শীগ্‌গীর ঘুমায় পড়! সক্কাল সক্কাল উইত্য হইব!'

কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠেই ব্যতিক্রম মনে হলো অমলেন্দুর। চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে সতীর। চোখমুখও শুকিয়ে গেছে। একেই পুতুলের মতো ছোট্ট মুখ! ভয়ে-আঁতঙ্কে একদম চিপসে গেছে ওর শরীর। বোঝা যাচ্ছে, সারারাত জেগেছিল সতী। একটুও ঘুমোয় নি! কিন্তু কেন? কোন্ দুঃখে? ওকেতো কোনো অভাবে রাখেনি! নিজের ইচ্ছামতো ঘুরছে, বেড়াচ্ছে! সব চাহিদাই তো পূরন করছে ওর! তা'হলে!

অমলেন্দুর চোখে চোখ পড়তেই নিঃশব্দে সড়ে গেল সতী। তার কিছুক্ষণ পরই কানে ভেসে এলো

ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ! কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছে সতী! কিন্তু ফিস্‌ফিস্‌ করে কেন! খট্‌কা লাগল অমলেন্দুর! নিশ্চয়ই সতীর কোনো চক্রান্ত! কারো সঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্রই করছে বোধহয় ও'! আড়ি পেতে শুনলো অমলেন্দু। শুনেই চমকে উঠল! এ কি! এইসব বলছে কি সতী! বিশ্বাসই হয় না ওর! থ্‌ হয়ে গেল বিস্ময়ে! মনেও কষ্ট পেল খুব! বিড়বিড় করে উঠল আপনমনে, 'খারাপ স্বপ্ন, গলা টিপে ধরা, এসব তা'হলে সতীর ভ্রম! হায়রে অদৃষ্ট, আমি কারে লইয়া সংসার করি! কার জন্য এত্ত কিছু! এতদিন একলগে একঘরে বাস কইর‍্যাও নিজের স্বামীরে আজও চিনল না, বুঝল না! এত্ত অবিশ্বাস! এত্ত সন্দেহপ্রবণ অড় অন্তর! পৃথিবীর সব পুরুষমানুষ কি সমান! যারা নিজের বৌরে পোড়ায়, অত্যাচার করে, প্রাণে মারে, তারা তো অমানুষ! অশিক্ষিত! গন্ডোমুর্খ! কিন্তু ঘুমায় ঘুমায় কেউ স্বপ্ন দ্যাখ্‌লে, তারে জাগানো যায়! আর যে জাইগ্যা জাইগ্যা স্বপ্ন দ্যাখে, তারে তো কখনোই জাগানো যায়না!'

কিন্তু এসব কথা অমলেন্দু বলবে কাকে! কেইবা বুঝবে! বুকভরা বেদনা নিয়ে ব্রেকফাষ্ট না করেই ভারাক্রান্ত মনে অমলেন্দু বেরিয়ে যায় অফিসে!

সন্ধ্যায় যথারীতি অফিস থেকে ফিরে এসে মুখভার করে লালটুকে কোলে নিয়ে বসে বসে টি.ভি দেখছিল। লালটু ঘমিয়ে পড়তেই সতীকে ডেকে বলল, -'পোলা ঘুমায় পড়ছে, অড়ে বিছানায় শোয়াই দাও! আর তুমিও দরজায় খিল দিয়া শুইয়া পড়! খারাপ স্বপ্নও আর দ্যাখবা না! ডরও লাগব না!'

হ্যাঁ না কিছুই বলল না সতী! মনে মনে অবাক হলেও নিষ্ঠুর স্বার্থান্বেষীর মতো হন্‌হন্‌ করে পাশের বেড্‌রুমে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিলো! কিন্তু ঘুম আর আসেনা ওর! এপাশ ওপাশ করতে করতে নানা সংকটে সংশয়ে রাত প্রায় পোহায়েই যায়! একসময় দরজাটা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে লিভিং-রুমে! বেরিয়েই দ্যাখে, ভোরের শীতল হাওয়ায় শীততাপ নিয়ন্ত্রণে ভরে উঠেছে সারাঘর। অমলেন্দু এতিমের মতো হাত-পা কুঁকড়ে শুয়ে আছে সোফা কাম বেডে! একটা চাদর নেই ওর গায়ে! মনে হচ্ছিল, ঠান্ডায় যেন জমে গিয়েছে ওর শরীর!

দেখে বড্ড মায়া হলো সতীর! প্রানটাও কেঁদে উঠল ওর! বিড়বিড় করে উঠল মনে মনে, -'ইস্‌ আহারে, অযথা আঁতঙ্কিত হয়ে কত কষ্ট দিয়েছি ওকে! না জেনে শুনে কত আঘাত দিয়েছি ওর মনে! অথচ কোনো প্রতিবাদ নেই ওর! আপত্তি অভিযোগ নেই! অমলেন্দু সত্যিই ওকে বুকভরে ভালোবাসে! কোনো খাদ নেই ওর ভালোবাসায়! কিন্তু ও'কি ক্ষমা করবে কোনদিন সতীকে?

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই আর নড়তে চড়তে পারেনা অমলেন্দু! চোখ মেলতেই দ্যাখে, ওকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্ত মনে অঘোরে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে সতী! মনে মনে হাসলেও ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অমলেন্দু।

সমাপ্ত

১২ই জুলাই, ২০০৭

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।